গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন-৩ শাখা

বিষয়: “কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলাধীন নির্মিতব্য মিঠামইন সেনা স্থাপনা এর ভূমি সমতল উচুঁকরণ, ওয়েভ প্রটেকশন ও তীর প্রতিরক্ষা কাজ” শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ২য় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	কবির বিন আনোয়ার সিনিয়র সচিব
সভার তারিখ	২৫-০৫-২০২১।
সভার সময়	বেলা ১২.২০ ঘটিকা।
স্থান	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক।

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সদস্যদের ও অনলাইনে যোগদানকৃত সকলকে স্বাগত জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন-২), পাসম জানান যে, ৩০৪৯৪.৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন, ২০২১ পর্যন্ত। মে ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্প কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৭৪.৯৪% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৩৫.০৮%।

২। প্রকল্পটির অগ্রগতি ও বাস্তব অবস্থা নিয়ে নিম্নোক্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১	প্রকল্পটি ০৯ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। কিন্তু বাস্তবে ১৩ মাস পর ডিসেম্বর ২০১৯ মাসে প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়। এছাড়াও, মার্চ ২০২০ হতে অদ্যাবধি কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব চলমান থাকায় এবংপর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ না থাকায় প্রকল্প সমাপ্তি কাল জুন ২০২১ এর পরিবর্তে জুন ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধির ব্যাপারে প্রস্তাব করা হয়। যেহেতু সময় বৃদ্ধি পেয়েছে, সেহেতু ওয়ার্কিং ব্যয় প্রাক্কলন ও সিডিউল অব রেটস এর বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রয়োজন।	MoU-তে উল্লিখিত শর্তানুযায়ী ডিপিপি সংশোধন করতে হবে।	বাস্তবায়নেঃ বাপাউবো ও প্রকল্প পরিচালক।

২	প্রকল্প কাজ সমূহের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পেরিফেরাল ডাইক উইথ সফ্ট প্রটেকশন কাজ সম্পন্ন করা হলে প্রকল্প এলাকার দক্ষিণ-পূর্ব দিক দিয়ে ভাঙ্গনের প্রবনতা দেখা দেয়, ফলে স্থানীয় জনগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে, পার্শ্ববর্তী গ্রামের নদী ভাঙ্গন রোধকল্পে এবং ঘোড়াউত্রা নদীর প্রশস্থ'তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ১৬ মে ২০২০ তারিখে বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত সভায় পানি উন্নয়ন বোর্ড, আইডব্লিউএম এবং সংশ্লিষ্ট সকলের উপস্থিতিতে পেরিফেরাল ডাইকের এলাইনমেন্ট প্রকল্প এলাকার ভিতরের দিকে সরিয়ে পুনঃনির্ধারণের ব্যাপারে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মহোদয় সদয় মত পোষন করেন। ইতিমধ্যে নির্মাণকৃত ডাইকটি অপসারণ করা হয়েছে এবং নতুন এলাইনমেন্ট অনুযায়ী পেরিফেরাল ডাইক উইথ সফ্ট প্রটেকশন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। নির্মাণকৃত ডাইকটির কাজের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়েছে। নির্ণীত কাজের ব্যয় প্রাক্কলন এবং অর্থ সমন্বয়ের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট ভাবে দিক নির্দেশনা প্রয়োজন।	ক) পেরিফেরাল ডাইকের নতুন এলাইনমেন্ট এর নকশা প্রস্তুত করতে হবে। খ) নির্মাণকৃত ডাইক অপসারণ এবং নতুনভাবে ডাইক নির্মাণ কাজের বাস্তব পরিমাণের ভিত্তিতে ব্যয় প্রাক্কলন প্রস্তুত করতে হবে এবং সংশোধিত ডিপিপি'তে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	বাস্তবায়নেঃ বাপাউবো ও প্রকল্প পরিচালক।
৩	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী মিঠামইন উপ-বিভাগীয় দপ্তর ভবন তিনতলা ফুটিং ফাউন্ডেশন এর পরিবর্তে পাইল ফাউন্ডেশন এর মাধ্যমে নির্মিত হবে। খসড়া ওয়ার্কিং ব্যয় প্রাক্কলন অনুযায়ী উক্ত ভবন এর নির্মাণ ব্যয় ৩১৪.২৬ লক্ষ টাকা যা, অনুমোদিত ডিপিপি হতে (৩১৪.২৬-২২১.৬০) ৯২.৬৬ লক্ষ টাকা বেশী। অনুমোদিত ডিপিপি"তে উক্ত ভবন এর ০.৫০ একর ভূমি অধিগ্রহণ ব্যয় ১৫০.৫০ লক্ষ টাকা কিন্তু ভুমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন-২০১৭ অনুযায়ী ০.৫০ একর ভূমি, অবকাঠামো, গাছপালা ও ব্যবসায়িক ক্ষতিপূরণের মূল্য সহ অধিগ্রহণের জন্য ২৫৬.৯৬ লক্ষ টাকা যা, অনুমোদিত ডিপিপি হতে (২৫৬.৯৬-১৫০.৫০) ১০৬.৪৬ লক্ষ টাকা বেশী। ওয়ার্কিং নকশায় E.G.L ও P.L লেভেল পার্থক্য ৪,৬৫০ মি.মি. দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রে Ground Floor এর নীচ থেকে E.G.L পর্যন্ত প্রায় ১৪'-৯" গভীরতায় ঋরষষরহমপ্রয়োজন হবে, এই গভীরতায় ফিলিং করলে কিছু জটিলতা আসতে পারি যেমনঃ ভূমি ফঞ্জঢ়, পার্শ্ববর্তীদেওয়ালের প্রয়োজন হতে পারে। মিঠামইন উপ-বিভাগীয় দপ্তর ভবন এর ওয়ার্কিং নকশা সংশোধন এবং ভবন নির্মাণ ও ভূমি অধিগ্রহণের জন্য অতিরিক্ত অর্থের বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রয়োজন।	ক) সংশোধিত কাঠামোগত নকশা অনুযায়ী ব্যয় প্রাক্কলন প্রস্তুত করতে হবে এবং সংশোধিত ডিপিপি'তে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। খ) জেলা প্রশাসক দপ্তর হতে ভূমি অধিগ্রহণের ব্যয় প্রাক্কলনে উল্লিখিত অর্থ সংশোধিত ডিপিপি"তে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।	বাস্তবায়নেঃ বাপাউবো ও প্রকল্প পরিচালক।

৪	গত ১৬ জুলাই ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ১ম স্টিয়ারিং কমিটিতে প্রকল্পের কাজ যথাসময়ে সমাপ্তির জন্য ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ২৮২.৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দের ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করা হলেও অদ্যাবধি প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ৯৮.১৫ কোটি টাকা। ইতিমধ্যে সম্পন্নকৃত কাজের মূল্য ২০৩.৫৮৫ কোটি টাকা। বর্তমান অর্থ বছরে ২৮২.৪৫ কোটি টাকার চাহিদা প্রদান করা হলেও সংশোধিত এডিপি'তে ১০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্পের কাজ নিরাপদ স্থান পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য বর্তমান অর্থ বছরে ন্যূনতম আরও ৯০.০০ কোটি টাকা ছাড় করণ অতীব প্রয়োজন।	ক) প্রকল্পের কাজ নিরাপদ স্থান পর্যন্ত সম্পন্নের লক্ষ্যে বর্তমান বছর ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে উপযোজনের মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) প্রকল্পটি জুন ২০২২ এ সমাপ্তির লক্ষ্যে পরবর্তী ২০২১-২০২২ এডিপি'তে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বাস্তবায়নেঃ বাপাউবো ও প্রকল্প পরিচালক এবং যুগ্ম-প্রধান, পাসম।
৫	২০২০ সালে কিশোরগঞ্জ জেলার হাওড় অধ্যুষিত অঞ্চল সমূহে অতিরিক্ত বৃষ্টি পাতে সৃষ্ট বন্যা এবং ঢেউয়ের আঘাতে নির্মাণাধীন পেরিফেরাল ডাইকের চারিদিকে বার্ম ক্ষতিগ্রস্থ এবং ভাঙ্গনের স্বীকার হয়। চেইনেজ +৭০০ মিঃ হতে চেইনেজ + ২১০০ মিঃ পর্যন্ত বার্ম এর দৈর্ঘ্য পূর্বনির্ধারিত ৩.৬ মিঃ এর চেয়ে কমে ছোট হয়ে পড়ে এবং টো এর কাছাকাছি চলে আসে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর সাথে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে সমন্বয় সভায় পেরিফেরাল ডাইকের যে সমস্ত স্থানে বার্ম এর দৈর্ঘ্য কমে গেছে অথবা বার্ম একেবারেই নেই সেই সমস্ত স্থানে ডাইকের এলাইনমেন্ট ভিতরের দিকে কাটিং বেকিং করে ডাইক স্থানান্তর করণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পেরিফেরাল ডাইকের এলাইনমেন্ট আইডব্লিউএম কর্তৃক পুনঃনির্ধারণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। নির্মিত পেরিফেরাল ডাইক ভিতরের দিকে সরানো বাবদ কাজের পরিমাণ নির্ণয় করণ এবং অতিরিক্ত অর্থ সমন্বয়ের ব্যাপারে দিক নির্দেশনা প্রয়োজন।	ক) পেরিফেরাল ডাইকের পুনঃনির্ধারিত নতুন এলাইনমেন্ট এর নকশা প্রস্তুত করতে হবে। খ) পুনঃনির্ধারিত এলাইনমেন্ট অনুযায়ী ডাইক ভিতরের দিকে সরানোর জন্য অতিরিক্ত কাজের ব্যয় প্রাক্কলন সংশোধিত ডিপিপিতে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।	বাস্তবায়নেঃ বাপাউবো ও প্রকল্প পরিচালক।
৬	ওয়ার্কিং নকশায় ওয়েভ প্রটেকশন কাজ এ গাইড ওয়ালের বিষয়ে উল্লেখ থাকলেও ওয়ার্কিং ব্যয় প্রাক্কলনে তা উল্লেখ করা হয়নি। ওয়ার্কিং ব্যয় প্রাক্কলন এবং ওয়ার্কিং নকশা অনুযায়ী প্রকল্প কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফলে ডিপিপির তুলনায় অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হবে।	পেরিফেরাল ডাইকের ওয়েভ প্রটেকশন কাজের নকশা অনুযায়ী গাইড ওয়াল নির্মাণের সি.সি. ব্লক ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় সংশোধিত ডিপিপিতে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।	বাস্তবায়নেঃ বাপাউবো ও প্রকল্প পরিচালক।

৭	২০২০ সালের জুন-জুলাই মাসে অধিক ভারী বর্ষণের ফলে দুর্গম হাওড় এবং ঘোড়াউত্রা নদীর প্রবল ঢেউয়ের আঘাত হতে নির্মিত পেরিফেরাল ডাইক রক্ষাকল্পে জিওব্যাগ, গানি ব্যাগ, সিনথেটিক ব্যাগ, ড্রামসীট এবং দুই সারি বাঁশ দ্বারা প্যালাসাইটিং এর মাধ্যমে জরুরী রক্ষা কাজ সম্পন্ন করা হয়। গত ২৪ ফেব্র“য়ারি ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর সাথে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভায় আসন্ন বর্ষা মৌসুমে ২০২০ সালের ন্যায় এবছরও পেরিফেরাল ডাইক সুরক্ষার জন্য জরুরী রক্ষা কাজের প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত রাখার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে ডাইক সুরক্ষার জন্য জরুরী রক্ষা কাজ বাস্তবায়নের ফলে যে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হয়েছে/হবে, উক্ত অর্থের ব্যাপারে দিক নির্দেশনা প্রয়োজন।	জরুরি রক্ষা কাজের ব্যয় নির্ধারণ পূর্বক প্রয়োজনীয় অর্থ সংশোধিত ডিপিপিতে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।	বাস্তবায়নেঃ বাপাউবো ও প্রকল্প পরিচালক।
৮	১২ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলাধীন নির্মিতব্য মিঠামইন সেনা স্থাপনা এর ভূমি সমতল উঁচুকরণ, ওয়েভ প্রটেকশন ও তীর প্রতিরক্ষা কাজ শীর্ষক প্রকল্পের অগ্রগতির উপর মহাপরিচালক, ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড ব্রিফিং প্রদানকালেমহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রস্তাবিত সেনানিবাসের রিভারাইন ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়নের জন্য নদীর গতিপথ বাধাগ্রস্থ না করে প্রস্তাবিত সেনানিবাস ও মিঠামইন উপজেলা সদরের মধ্যবর্তী নদীতে একটি হারবার নির্মাণের জন্যচলমান প্রকল্পে অন্তর্ভূক্তির বিষয়ে সদয় মত পোষণ করেন। এ ব্যাপারে দিক নির্দেশনাপ্রয়োজন।	প্রকল্পটি জুন/২০২২ এর মধ্যে আবশ্যিকভাবে সমাপ্ত করতে হবে। প্রস্তাবিত হারবার নির্মাণ নূতন আইটেম হিসেবে বিবেচিত হবে। সেক্ষেত্রে ডিপিপি সংশোধন করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হারবার নির্মাণ সম্ভব কি-না এ বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনা করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন।	বাস্তবায়নেঃ প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বাপাউবো ও প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।

৯	<u>ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা</u>: প্রকল্প এলাকা সুরক্ষার জন্যপ্রকল্পের চারদিকে পেরিফেরাল ডাইক নির্মাণ ৩.৯৮ কিঃমিঃ এবং নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ ১.৮৫ কিঃমিঃ সম্পন্ন করা হচ্ছে। নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজে নদীর ব্যাংক হতে নদীর দিকে ১৬ মিটার দুরুত্ব পর্যন্ত সি.সি. ব্লকডাম্পিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। এতে প্রকল্প এলাকার পার্শ্ব দিয়ে প্রবাহিত ঘোড়াউত্রা নদীর নাব্যতা হ্রাসএবং প্রশস্থ্যতা সরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। স্থানীয় জনগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ১৬ মে ২০২০ তারিখে বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত সভায় পার্শ্ববর্তী গ্রামের নদী ভাঙ্গন রোধকল্পে ঘোড়াউত্রা নদীর ভাঙ্গন হতে অত্র এলাকাকে সুরক্ষাকল্পে প্রকল্প এলাকার পার্শ্বে বিদ্যমান লুপ কাট এর ভবিষ্যত স্থায়িত্ব এবং পানি প্রবাহের বিষয়টি পর্যালোচনা করে ভবিষ্যৎ সমীক্ষার বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মহোদয় সদয় মত পোষণ করেন। এ বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রয়োজন।	প্রকল্প এলাকায় মিঠামইন উপজেলার সন্নিকটে ঘোড়াউত্রা নদীতে বিদ্যমান লুপ কাট এর স্থায়িত্ব এবং পানি প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে নাবত্য বৃদ্ধির নিমিত্তে করনীয় নির্ধারণের জন্য আইডব্লিউএম, সিইজিআইএস ও বাপাউবো এর প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি কারিগরী কমিটি গঠন করতে হবে। কারিগরি কমিটির মতামতের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বাস্তবায়নেঃ বাপাউবো।

৩। সভায় আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কবির বিন আনোয়ার
সিনিয়র সচিব

স্মারক নম্বর: ৪২.০০.০০০০.০৩৬.১৪.০৩২.১৮-২১৭

তারিখ: ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮
০৭ জুন ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ({দৃ: আ: উপ-সচিব (বাজেট-৬)}।
২) সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৫) সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ, পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (দৃ: আ: যুগ্ম-সচিব, সেচ উইং)।
৬) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৭) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
৮) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
৯) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন উইং, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

১০) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পুর্ব রিজিয়ন), পুর্ব রিজিয়ন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
১১) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা উইং, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
১২) যুগ্ম সচিব, যুগ্মসচিব উন্নয়ন-২ এর দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
১৩) প্রধান প্রকৌশলী (পুর), প্রধান প্রকৌশলী (পুর), পরিকল্পনা এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
১৪) প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
১৫) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক, "কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলাধীন নির্মিতব্য মিঠামইন সেনা স্থাপনা এর ভূমি সমতল উচুঁকরণ, ওয়েভ প্রটেকশন ও তীর প্রতিরক্ষা কাজ" শীর্ষক প্রকল্প, ময়মনসিংহ পওর সার্কেল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ময়মনসিংহ।
১৬) উপপ্রধান, পরিকল্পনা-১ অধিশাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
১৭) মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
১৮) উপসচিব (উন্নয়ন-৫ অধিশাখা), (ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯) উপসচিব, পরিকল্পনা-২ শাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
২০) প্রকল্প পরিচালক (বাংলাদেশ সেনাবাহিনী), "কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলাধীন নির্মিতব্য মিঠামইন সেনা স্থাপনা এর ভূমি সমতল উচুঁকরণ, ওয়েভ প্রটেকশন ও তীর প্রতিরক্ষা কাজ" শীর্ষক প্রকল্প, ২৪ ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।
২১) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
২২) নির্বাহী প্রকৌশলী, কিশোরগঞ্জ পানি উন্নয়ন বিভাগ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, কিশোরগঞ্জ।
২৩) প্রোগ্রামার, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সভার কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

নাজমুল ইসলাম ভূইয়া
উপসচিব